بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৯-০২/২০ | বৃহস্পতিবার, ২০ সফর, ১৪৩৯ হিজরী | ৯/১১/২০১৭ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

যৌথ সামরিক মহড়া 'সম্প্রীতি ২০১৭': বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর উপর ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চক্রান্তকে রুখে দাঁড়ান

৭ই নভেম্বর, ২০১৭, হতে ভারতের মেঘালয় ও মিজোরামে ভারত এবং বাংলাদেশের সেনাবাহিনী 'সম্প্রীতি ২০১৭' নামক ১৩ দিনব্যাপী একটি যৌথ সন্ত্রাসবিরোধী প্রশিক্ষণ মহড়া শুরু করেছে। ভারতের প্রতিরক্ষা প্রতিবেদক কর্ণেল সি কনওয়ার-এর বক্তব্য অনুসারে এই মহড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরো বিশ্বের প্রতি এমন একটি শক্তিশালী বার্তা প্রেরণ করা যে, উভয় দেশ সম্মিলিতভাবে উদীয়মান 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ' মোকাবিলায় বদ্ধপরিকর (টাইমস্ অব ইন্ডিয়া, নভেম্বর ৩, ২০১৭)। **হিযবুত তাহ্‌রীর**, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ, ইসলাম ও মুসলিমদের স্বীকৃত শত্রু মুশরিক রাষ্ট্র ভারতের সাথে এ ধরনের সামরিক মহড়ার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে, এবং দেশের মুসলিমগণ ও নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসারদের নিকট আমাদের সামরিক বাহিনীর উপর ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চক্রান্তকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছে।

আমরা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত চিত্তে লক্ষ্য করছি যে, বিশ্বাসঘাতক হাসিনা তথাকথিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর উপর মুশরিক শত্রুরাষ্ট্র ভারতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য সকল রাস্তা খুলে দিচ্ছে। ক্ষমতায় আরোহনের সাথে সাথেই হাসিনা বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার ভারতীয় চক্রান্ত বাস্তবায়নের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং পিলখানায় বাংলাদেশের মেধাবী সেনাঅফিসারদেরকে নৃশংস হত্যাকাণ্ডে ভারতকে সহযোগীতা করে, এবং সামরিক বাহিনীর অফিসার ও সৈনিকদের মাঝে অবিশ্বাসের বীজ বপণ করে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানটিকে হুমকির মধ্যে ফেলে দেয়। তার এই চক্রান্ত এখানেই থেমে থাকেনি, কতিপয় শীর্ষস্থানীয় জেনারেলকে কুক্ষিগত করে অধিকতর বিদ্বেষপূর্ণ অভিপ্রায়কে সামনে রেখে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে মুশরিক ভারতের অনুপ্রবেশকে নিশ্চিত করতে বিশ্বাসঘাতক হাসিনা এখন বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর নবীন নেতৃত্বের উপর মুশরিক ভারতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সহযোগীতা করছে, উল্লেখ্য যে, 'সম্প্রীতি' মহড়ায় জুনিয়র কমান্ডারগণ অংশ নিচ্ছেন।

হায়! কি দূর্ভাগ্য আমাদের, এই বিশ্বাসঘাতক রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণে আজ আমাদের মেধাবী ও সাহসী সামরিক অফিসারদের উপর শত্রুরাষ্ট্র ভারতের কাপুরুষ অফিসাররা কর্তৃত্বের সুযোগ পাচ্ছে, এবং আমাদের সামরিক বাহিনীকে ভারতের আজ্ঞাবহ হিসেবে গড়ে তোলার তাদের আজন্ম লালিত স্বপ্ন বাস্তাবায়নে অগ্রসর হচ্ছে। বিশ্বাসঘাতক হাসিনা সন্ত্রাসী ভারতের সীমান্ত নৃশংসতা বন্ধ করার পরিবর্তে আমাদেরকে এই রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে বাধ্য করতে চায়, যে ভারত এখন পর্যন্ত সীমান্তে ১৩৯১ জন নিরস্ত্র বেসামরিক বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে। হাসিনা আমাদেরকে এটা ভুলে যেতে বাধ্য করতে চায় যে, ভারত সমর্থিত সন্ত্রাসী সংগঠন "শান্তি বাহিনী" যেকোন তথাকথিত 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী' সংগঠনের চেয়ে অধিক সংখ্যক বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে।

হে সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারগণ! আপনাদের পূর্বপুরুষ খালিদ বিন ওয়ালিদ, মুহাম্মদ বিন কাশিম, মুহাম্মদ গোরী এবং বখ্‌তিয়ার খলজী মুশরিক শত্রুদের রাষ্ট্রনেতা ও জেনারেলদের হত্যা, বন্দী ও আত্মসমর্পণে বাধ্য করতেন। আর হাসিনা আপনাদেরকে সেইসব পরাজিত রাজা দাহির, পৃথ্বীরাজ এবং লক্ষ্মণ সেনদের বংশধরদের নিকট আজ্ঞাবহ করতে সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করছে, যাদের চক্রান্তে আপনাদের ভাইদের পিলখানায় নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল, যারা আপনাদের বিরুদ্ধে অব্যাহত চক্রান্তে লিপ্ত। এর চেয়ে লজ্জা ও অপমানের আর কি আছে? আর কতদিন আপনারা শেখ মীরজাফর হাসিনার বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করবেন?

হিযবুত তাহ্‌রীর, আপনাদেরকে সম্মান, মর্যাদা, গৌরব, ক্ষমতা ও বিজয় গাথাঁ সে জীবনের দিকে আহ্বান করছে, যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্বয়ং আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল, মুহাম্মদ (সাঃ):

"তোমাদের মধ্যে একদল থাকবে, যারা ভারত জয় করবে, এবং (ভারতের) শাসকদেরকে শৃংখলিত করে নিয়ে আসবে; যখন তারা (ভারত হতে) ফিরে আসবে - ততক্ষনে আল্লাহ্ তাদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিবেন - তখন সিরিয়াতে ঈসা ইবনে মরিয়মের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে।"
[না'ঈম বিন হাম্মাদ, আল-ফিতান গ্রন্থে আবু হুরায়রা হতে বর্ণনা করেছেন]

এই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন একমাত্র খিলাফত রাষ্ট্রের নেতৃত্বেই সম্ভব। সুতরাং, আপনারা দ্রুত সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত হন; হাসিনাকে ক্ষমতা হতে অপসারণ করে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করুন। আমরা নব্যুয়তের আদলে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আরেকবার আপনাদেরকে ও মুসলিম উম্মাহ্'কে সম্মান, মর্যাদা, গৌরব, ক্ষমতা ও বিজয়ের পথে নেতৃত্ব দিব; দক্ষিন এশিয়া হতেই শুরু হবে সেই জয়যাত্রা, ইনশা'আল্লাহ্।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ